বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা : একটি পর্যালোচনা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)

পিএইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

বসুন্ধরা মণ্ডল

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা : AOOBE1200916 / 2016-17

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

সংক্ষিপ্ত সার

এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে রচিত কাহিনির পর্যালোচনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মেয়ে গোয়েন্দা' শব্দবন্ধটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। প্রচলিত সমাজ মানসিকতা একটি মানুষের লিঙ্গগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তার আচার-আচরণ থেকে তার পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুকেই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢেলে ফেলতে চায়। তাই অধিকাংশ সময় শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্ররাই গোয়েন্দা কাহিনির জগতকে অধিকার করে রাখে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র সমাজ মনস্তত্ব পরিবর্তিত না হলেও লেখকরা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আঘাত হানার চেষ্টা করেন। তার ফল স্বরূপ পুরুষ সর্বস্ব গোয়েন্দা কাহিনির ধারায় মেয়ে গোয়েন্দাদের নামও সংযুক্ত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রয়াসেই তা সমালোচনার ঊর্ধে উঠে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেনি। একটু একটু করে মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনির ধারা বিবর্তিত হয়েছে। কখনও পিতৃতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে আসলে পিতৃতন্ত্রের জালেই রচয়িতা জড়িয়ে পড়েছেন। আবার কখনও প্রচলিত নারীবাদী ধারনাকে অস্বীকার করতে গিয়ে রচয়িতারা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রকে পিতৃতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী নিপুণ নারীতে পরিণত করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। মেয়ে গোয়েন্দারা কিভাবে বিভিন্ন রচয়িতার কলমে আলাদা আলাদা পরিচয়ে হাজির হয়েছে এই সন্দর্ভে সেই দিকটি উচ্চকিত করার প্রয়াস রয়েছে।

আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই সন্দর্ভে মূলত বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষণার বিষয় কেন্দ্রিক যে কাহিনিগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস রয়েছে। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা সিরিজ' ও 'কুমারিকা সিরিজ',

নলিনী দাশের ‘গণ্ডালু সিরিজ’, মনোজ সেনের ‘দময়ন্তী সিরিজ’, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গার্গী সিরিজ’ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘মিতিনমাসি সিরিজ’কে এই সন্দর্ভের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি নন্দিনী নাগের গোয়েন্দা তিস্তা কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস ‘হত্যার পরিমিতি’, ‘ভালোবাসার পাসওয়ার্ড’, ‘ডুয়ার্সে ডামাডোল’; ইন্দ্রনীল সান্যালের চারটি উপন্যাস --- ‘কর্কটক্রান্তি’, ‘ময়না তদন্ত’, ‘পণ্যভূমি’, ‘স্নেহজাল’; পারমিতা ঘোষ মজুমদারের ‘রাবংলা সম্ভব’, শাশ্বতী সেনের ‘নেপাল রহস্য’কেও আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, অজিতকৃষ্ণ বসু, নলিনী দাশ, মঞ্জিল সেন, পবিত্র সরকার, নবনীতা দেব সেন, শিবানী চৌধুরী, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, স্বাতী ভট্টাচার্য, রাজেশ বসু, হিমাদ্রীশেখর দাশগুপ্ত ,আশিস কর্মকার প্রমুখ লেখকদের বিভিন্ন গোয়েন্দা গল্প গবেষণার ক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভূমিকা

উনিশ শতকের নবম দশকে বাংলায় গোয়েন্দা সাহিত্য প্রকরণটির অনুপ্রবেশ ঘটে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের কাছে এই পাশ্চাত্য অনুগামী সাহিত্যধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যে জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ। জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় কখনও ভাঁটা পড়তে দেখা যায়নি। তবে গোয়েন্দা কাহিনির কথা বললে পাঠক সমাজের মনে মূলত এক শক্ত সমর্থ পুরুষ চরিত্রের ছবিই ভেসে ওঠে। 'মেয়ে গোয়েন্দা' বিষয়টি এখনও পর্যন্ত ঠিক গোয়েন্দার পদমর্যাদায় উন্নীত হতে পারেনি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। সমকালীন পাঠক অনেক সময়ই সেই চরিত্রগুলিকে সাদরে গ্রহণ করেছে। আবার সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু চরিত্র একেবারেই পাঠক মন থেকে বিস্মৃত হয়েছে। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় বিভিন্ন সময়ে সংযুক্ত হওয়া এই মেয়ে গোয়েন্দারাদের নিয়ে এই সন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রচলিত সমাজ মানসিকতা একটি মানুষের লিঙ্গগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তার আচার-আচরণ থেকে তার পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুকেই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢেলে ফেলতে চায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মেয়ে গোয়েন্দা' শব্দবন্ধটি অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতো হয়ে ওঠে। তাই শারলক হোমস, আরাকুল পোয়ারো থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলুদা, কাকাবাবু, অর্জুনরা গোয়েন্দা কাহিনির জগতকে অধিকার করে রাখে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র সমাজ-মনস্তত্ত্ব পরিবর্তিত না হলেও লেখকরা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আঘাত হানার চেষ্টা করেন। তার ফল স্বরূপ পুরুষ সর্বস্ব গোয়েন্দা কাহিনির ধারায় কৃষ্ণা, গার্গী, মিতিনদের মতো মেয়ে গোয়েন্দাদের নামও সংযুক্ত হতে থাকে।

এই পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলা সাহিত্যের ছয়টি মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজকে রাখা হয়েছে। বিশ শতকের মধ্যভাগে যখন বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটে তখন মেয়ে গোয়েন্দার স্বরূপ কেমন ছিল আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে বদলাতে একুশ শতকের মেয়ে গোয়েন্দারা পাঠকের কাছে কী রূপে ধরা দিয়েছে তা নিয়ে এই সন্দর্ভে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। রচয়িতাদের লিঙ্গগত পরিচয় গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, গোয়েন্দা চরিত্রগুলি নির্মাণের পিছনে নারীবাদী চেতনা ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা কতটা ক্রিয়াশীল থেকেছে এই বিষয়গুলিকে আলোচনার আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সিরিজ কেন্দ্রিক অধ্যায়গুলিতে লেখক লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর গোয়েন্দা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অপরাধ কর্মের সঙ্গে পুলিশি তদন্ত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বিষয়, কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনি পুলিশি গাফিলতির দিকটিকে উচ্চকিত করেই নির্মিত হয়। আবার পুলিশকে একেবারে বাদ দিয়েও গোয়েন্দা কাহিনি রচিত হতে দেখা যায় না। রচয়িতা ভেদে পুলিশি ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটে, তাই এক একটি সিরিজে পুলিশের কী ভূমিকা, তা নিয়ে অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন অধ্যায়ে ছকের সাহায্যে অপরাধীর পরিচয়, অপরাধের ধরণ, হত্যার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলি উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উনিশ শতকের শেষাংশে বাংলা সাহিত্যে ‘গোয়েন্দা কাহিনি’ নামক পাশ্চাত্য ধারাটির অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে বাংলা সাহিত্য ‘প্রাইভেট ডিটেকটিভ’-এর সাফল্যের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগেই সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের স্মৃতিকথার সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমেই বাঙালি পাঠক মহলে অপরাধ কাহিনির চাহিদা বাড়তে থাকে। আর সেই চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গোয়েন্দা সিরিজ প্রকাশিত হতে থাকে। পাশ্চাত্য কাহিনির অনুবাদ ও অনুকরণের প্রবণতা থেকে বের হয়ে কিভাবে একটু একটু করে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত গড়ে উঠল, আর উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটু একটু করে তা কেমন ভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান সময়ের গোয়েন্দা কাহিনির ধরণ তৈরি করল তা নিয়ে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। উনিশ শতকের লেখকদের কথা বলার পর বিশ শতকের বিভিন্ন দশকের উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনি রচয়িতাদের কাহিনি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষাংশে একুশ শতকের উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণের নানা দিক

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনি মূলত পুরুষতান্ত্রিক একটি সাহিত্য ধারা। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য রচনায় লেখিকাদের আগমন ঘটতে বিশেষ দেরি হয়নি। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের (১৮৯৯/১৯০০ খ্রিস্টাব্দের) 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর বিজয়ীর তালিকায় সরলাবালা সরকারের নামও লক্ষ করা যায়। এরপর সুষমা সেন, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখ লেখিকা গোয়েন্দা গল্প লেখেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এঁদের প্রত্যেকের গল্পের গোয়েন্দা চরিত্র পুরুষ। বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজ রচিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দারা স্বভাব ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের দিক থেকে একে অপরের থেকে বেশ অনেকটা আলাদা। রচয়িতার লিঙ্গগত পরিচয় কোনও ভাবে এই গোয়েন্দা চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে কিনা, এই অধ্যায়ের মধ্যে তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে 'লেখকের হাতে গড়ে ওঠা মেয়ে গোয়েন্দা' ও 'লেখিকার কলমে মেয়ে গোয়েন্দা' উপ-অধ্যায় দুটি যুক্ত করা হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনিতে গোয়েন্দার সহকারী চরিত্র অনেক সময়েই মূল রহস্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা যোগ্য সহকারী হয়ে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই মেয়ে গোয়েন্দা আলোচনার মাঝে 'গোয়েন্দার সহকারী নারী চরিত্র' নামে একটি উপ-অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে। এখানে গোয়েন্দাদের সহকারী নারীরা আসলে কাহিনিতে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। অধ্যায়ের শেষাংশে 'বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের ওপর নারীবাদের প্রভাব' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর স্বভাবগত প্রচলিত

ধারণা তুলে ধরে মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকরা কতটা গতানুগতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন, আর কতটা প্রথাগত ধারনার বিরোধিতা করেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের সূত্রপাত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা ও কুমারিকা সিরিজ

প্রভাবতী দেবী মূলত ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য কৃষ্ণা সিরিজ রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তাই 'কৃষ্ণা সিরিজ'-এর কাহিনিগুলি অন্যান্য গোয়েন্দা সিরিজের কাহিনির থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা। অধ্যায়ের প্রথমে লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রতিষ্ঠিত মেয়ে গোয়েন্দা কৃষ্ণা চৌধুরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিতা-মাতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একটি কিশোরী কিভাবে আস্তে আস্তে গোয়েন্দা হয়ে ওঠে তার ধারাবাহিক ক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণা ছাড়া এই সিরিজে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র --- কৃষ্ণার মামা প্রনবেশ ও পুলিশ ইনস্পেক্টর ব্যোমকেশক চরিত্র দুটি কেমন এবং কিভাবে তারা কাহিনিকে প্রভাবিত করেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই সিরিজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নথিভুক্ত করা হয়েছে। 'কাহিনি বিন্যাস' অংশে প্রতিটি কাহিনিতে লেখিকা অপরাধী চরিত্রকে কিভাবে অঙ্কন করেছেন, আর তারা কোন কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তা একটি চার্টের মাধ্যমে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এরপর বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণার অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কুমারিকা সিরিজ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সিরিজের গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়। প্রথমেই তার জীবন ও চরিত্র নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। শিখা ও কৃষ্ণার সামাজিক অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। পিতৃহারা কৃষ্ণা যেমন তার মামা প্রনবেশের কাছে বড় হয়ে উঠতে থাকে, শিখাও তার কাকা মেজর অতুল কৃষ্ণ রায়ের অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠেছে। কৃষ্ণার কাহিনিতে থাকা ইনস্পেক্টর

ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সমান্তরালে শিখার কাহিনিতে হাজির হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ বসু ও বিমলেন্দু চৌধুরী। এই চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ কৌশলের মধ্যে কাহিনি বিন্যাস এবং অপরাধ ও অপরাধী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অস্ত্র প্রসঙ্গ, লড়াইয়ের দৃশ্য, তদন্তের ধরণ, পুলিশের ভূমিকা, পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র নির্মাণ, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাবতী দেবীর কৃষ্ণা ও শিখা খুবই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কিন্তু একুশ শতকের পাঠককে তা সমকালীন পাঠকের মত মুগ্ধ করতে সক্ষম নয়। বর্তমান পাঠকের চোখে কাহিনিগুলির মধ্যে থাকা বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা সহজেই ধরা পড়ে। সেই সীমাবদ্ধতা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সব শেষে প্রভাবতী দেবীর নির্মিত গোয়েন্দা কৃষ্ণা চৌধুরীর সঙ্গে গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা রাখা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : কিশোরী গোয়েন্দা দলের আবির্ভাব

নলিনী দাশের গণ্ডালু সিরিজ

গণ্ডালুদেরকে আসলে গোয়েন্দা বলা যায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। গণ্ডালু আসলে স্কুল পড়ুয়া চার মেয়ের দল। এরা নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে বোর্ডিংয়ে একসঙ্গে থাকে আর নিজেদের কৌতূহল প্রবণতা থাকে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে। কাহিনিগুলি মূলত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। কিন্তু যেহেতু লেখিকা স্বয়ং এই সিরিজটির নাম 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' রেখেছেন, তাই মেয়ে গোয়েন্দাদের আলোচনায় এদেরকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। গণ্ডালুদের রহস্য উন্মোচনের ধরণে খুব বেশি বৈচিত্র নেই। মূলত বিভিন্ন সুড়ঙ্গ বা টানেলে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে তারা অপরাধ কর্ম বা অপরাধীদের হদিশ পায়, সেখান থেকে তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাবস্থা করে। এছাড়া গুপ্তধন উদ্ধারেরও অনেকগুলি কাহিনি পাওয়া যায়। যেহেতু এখানে অপরাধ কর্মের খুব বেশি বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না তাই এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য অধ্যায়ের মতো অপরাধ ও অপ্ররাধীদের পরিচয় দেওয়ার জন্য কোনও চার্ট তৈরি করা হয়নি। কিন্তু আলোচনার মধ্যে অপরাধ কর্ম ও তা উন্মোচনের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থে গোয়েন্দা না হলেও গণ্ডালুদের কাহিনির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কোডিং ও ডিকোডিংয়ের ব্যবহার দেখা গেছে, যা পরবর্তী কালের কিশোর গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধ্যায়ের শুরুতে লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কাহিনি সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনিতে সচারাচর একজন গোয়েন্দা ও তার সহকারী চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু একটি দলের কাহিনি রয়েছে, তাই লেখিকা কিভাবে এক একটি চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন তা নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়েছে। এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’-এর প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সিরিজের রচনা কৌশলের মধ্যে কাহিনির আবহ নির্মাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী কাহিনিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে --- কাঞ্চনপুর ও ঝাউতলা কেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য সমাধানের কাহিনি, মাটির তলায় রহস্য, গুহা ও টানেল প্রসঙ্গ, ঘরের মধ্যে ঘর, গুপ্তধন প্রসঙ্গ, ভূতের প্রসঙ্গ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসঙ্গ, আধুনিক নাগরিক অপরাধ, ডি-কোডিং। অধ্যায়ের শেষে কাহিনিগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : সখের গোয়েন্দাগিরিতে বিবাহিত নারীর পদার্পণ

মনোজ সেনের দময়ন্তী

প্রতুল চন্দ্র সেন ‘ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি’ গল্পটি লিখলেও ঠাকুমা একটি গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে পাঠকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। দময়ন্তীর পূর্ববর্তী পরিচিত গোয়েন্দা চরিত্র কৃষ্ণা, শিখা, গণ্ডালুরা সবাইই অবিবাহিত নারী। মনোজ সেন রহস্য সন্ধানী দময়ন্তীকে বিবাহিত নারী হিসেবে নির্মাণ করলেন। পেশাগত ভাবে দময়ন্তী ইতিহাসের অধ্যাপক, আর রহস্য অনুসন্ধান তার নেশা। এই অধ্যায়ে লেখক মনোজ সেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর দময়ন্তী চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক কাহিনিগুলিতে সমাজের অভ্যন্তরে জমে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরোক্ষ সমালোচনা করেছেন। অপরাধী থেকে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার গোয়েন্দা দময়ন্তীর লিঙ্গগত পরিচয় নিয়ে তাকে বিদ্রূপ করে গেছে। কিন্তু দময়ন্তী মুখে কোনও উত্তর দেয়নি। রহস্য সমাধানের মধ্য দিয়েই সে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে কাহিনিগুলিকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠের কাহিনিগুলির মধ্যে নাগরিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ছবি ফুটে উঠেছে। কাহিনির অপরাধগুলির মূলেও রয়েছে এই নাগরিক জটিলতা। কলকাতা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে ছুটি কাটাতে যাওয়ার কাহিনিগুলিতে লেখক বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেহেতু বেশিরভাগ কাহিনিতে হত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে, আর হত্যার বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতিও প্রযুক্ত হয়েছে --- তাই অপরাধ ও অপরাধীর বর্ণনার চার্টে এখানে হত্যার প্রণালী নিয়ে একটি আলাদা সারি যুক্ত করা হয়েছে।

মনোজ সেনের গোয়েন্দা কাহিনি রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি উপ-অধ্যায় করা হয়েছে। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাহিনিগুলিতে ইঞ্জিনিয়র চরিত্রের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিছু কিছু কাহিনির ক্ষেত্রে অপরাধ কর্মের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দময়ন্তীর বন্ধু আই পি এস অফিসার জয়ন্ত চতুর্বেদী ও সমরেশের বন্ধু শিবেন সেন বিভিন্ন কাহিনিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা নিয়ে 'পুলিশের ভূমিকা' অংশে আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটি খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাহিনির অনেক চরিত্রের ক্ষেত্রেই মানসিক বিকলনের ছবি ফুটে উঠেছে। কাহিনিগুলির মধ্যে যৌন প্রসঙ্গের অনায়াস যাতায়াত লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদিও এটি আলাদা করে উল্লেখযোগ্য কোনও বৈশিষ্ট্য নয়, তবে নির্দিষ্ট করে মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনির দিকে তাকালে দেখা যায় মনোজ সেনের কাহিনিগুলির মতো যৌন বিকৃতির ছবি অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনিতে অতটা নেই। তাই এই অধ্যায়ে 'যৌন বিকৃতির প্রসঙ্গ' নামে একটি উপ-অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : গোয়েন্দা কাহিনির প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের বিবর্তন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গী সিরিজ

অধ্যায়ের শুরুতে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর গোয়েন্দা গার্গীর ব্যাক্তিগত জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজ আয়তনের দিক থেকে বাংলা মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে বড়। শুধুমাত্র গোয়েন্দাগিরির কাহিনি নয়, গোয়েন্দার ব্যাক্তিগত জীবন সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, গার্গীর কাহিনিগুলিতে তার বিবরণ রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে গার্গীর জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে --- গার্গীর ছাত্রজীবন, পেশাগত ও বৈবাহিক জীবনে প্রবেশের পরের জীবন, সহকারী সহ গোয়েন্দাগিরি পর্যায় ও মা হওয়ার পরবর্তী জীবন। প্রতিটি স্তরের ঘটনা যে যে কাহিনিতে ফুটে উঠেছে, সেগুলিকে একত্রে এনে এই পর্যায়গুলির আলোচনা করা হয়েছে। এই চারটি পর্যায়ে গার্গীর ব্যাক্তিগত জীবনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি তার তদন্তের ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বিগত বাইশ বছর ধরে লেখকের মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে, তাও গার্গী চরিত্রের মধ্যে অনেকাংশে ধরা পড়েছে।

'কাহিনি বিশ্লেষণ' অংশে গার্গীর প্রকাশিত কাহিনিগুলি সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। গার্গী কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি শুধুমাত্র গোয়েন্দা কাহিনি হয়ে থাকেনি, সম্পূর্ণ ভাবেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। তাই গার্গীর উপন্যাসগুলি নিয়ে পৃথক ভাবে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গার্গীর বেশিরভাগ কাহিনিতেই লেখক মানুষের মনের অন্ধকার দিকগুলিকে উচ্চকিত করার চেষ্টা করেছেন, বেশিরভাগ কাহিনিতেই জটিল যৌন সম্পর্কের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। গার্গী কেন্দ্রিক কিশোর কাহিনিগুলি একেবারেই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই এই অধ্যায়ে গার্গী কেন্দ্রিক কিশোর কাহিনিগুলি নিয়েও স্বতন্ত্র্য ভাবে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

গার্গীর বেশিরভাগ কাহিনিই ‘হু ডান ইট’ ঘরানার অন্তর্গত। কিশোর সাহিত্যের কিছু কাহিনি বাদ দিলে প্রায় সব কাহিনিতেই হত্যা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আর হত্যাকারীরা বিভিন্ন ধরণের পন্থা অবলম্বন করেছে। তাই অপরাধ ও অপরাধীর পাশাপাশি হত্যা প্রণালী নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেশির ভাগ গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে সচরাচর বুদ্ধিমান গোয়েন্দা ও বোকা পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু গার্গী কাহিনিতে জোর করে পুলিশকে ছোট করার চেষ্টা নেই। এই অধ্যায়ের শেষাংশে গার্গী সিরিজে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গার্গী মনে করে পুলিশি পরিকাঠামো তদন্তের জন্য অনেক বেশি উপযোগী। তাই সে কোনও রকম সংকোচ ছাড়া পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করে। অন্যদিকে অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাকে পুলিশ যে ভাবে খাটো করার চেষ্টা করে, গার্গীর পদমর্যাদার কথা মনে রেখে পুলিশ তেমনটা করতে পারেনা। লেখক জানান, পুলিশ পদমর্যাদাকে খুব সম্মান করে।

গার্গী সিরিজ অনেক কিছুতে অন্যন্য সিরিজের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে থাকলেও এই সিরিজের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একাধিক কাহিনিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। অধ্যায়ের একেবারে শেষে এই সিরিজের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : পেশাদার গোয়েন্দার ভূমিকায় বিবাহিত নারী

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন

গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি পাঠকের কাছে 'মিতিন মাসি' নামেই বেশি পরিচিত। আসলে প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠকের প্রতিনিধি চরিত্র টুপুরের 'মিতিন মাসি'। সেই সূত্রেই সে বাংলা সাহিত্যেও মিতিন মাসি পরিচয়েই খ্যাত হয়ে উঠেছে। লেখিকার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এই সিরিজের কাহিনিগুলির কালানুক্রমিক তালিকা যুক্ত করা হয়েছে। মিতিন অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের থেকে পরিচয়গত কারণে আলাদা। বাকি মেয়েরা সখের গোয়েন্দা, কিন্তু মিতিন 'থার্ড আই' ডিটেকটিভ এজেন্সির মালিক। অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রিম চুক্তিতে টাকা হাতে নিয়ে তাকে তদন্তে নামতে দেখা যায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়ে নানা রকম সন্দেহজনক বিষয় দেখেও সে রহস্যানুসন্ধানে নেমে পড়ে। অন্যান্য গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে মিতিনের আরেকটি বড় পার্থক্য রয়েছে। সচরাচর গোয়েন্দাদের পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখক লেখিকারা মাথা ঘামান না, কিন্তু মিতিনের ক্ষেত্রে তার গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি তার পারিবারিক জীবনও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। তাই 'মিতিনের জীবনে অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকা' নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিতিনের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় কিশোর কাহিনিগুলি ও পরিণত পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা কাহিনিগুলি একেবারে বিপরীত মেরুর। তাই কাহিনিগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে মিতিনের গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দেওয়া হয়েছে --- পরিণত পাঠকের জন্য লেখা কাহিনি ও কিশোর কাহিনি। এছাড়াও মিতিনের কাহিনিগুলির মধ্যে আরেকটি স্পষ্ট বিভাজন দেখতে পাওয়া যায়, তা হল --- পেশাদারি গোয়েন্দাগিরি ও সখের গোয়েন্দাগিরি।

মিতিনের ‘থার্ড আই ডিটেকটিভ এজেন্সি’র অফিসে এসে টাকার বিনিময়ে ক্লায়েন্টরা যে ধরণের রহস্যের সমাধান করতে বলেন, আর বেড়াতে গিয়ে স্বেচ্ছায় মিতিন যে ধরণের গোয়েন্দাগিরি করে তার ধরণ একেবারেই আলাদা। অধ্যায়ের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কেসে মিতিনের আয়ের পরিমাণও নথিভুক্ত করা হয়েছে।

অপরাধ, অপরাধী ও হত্যার প্রণালী নিয়ে যে ছক তৈরি করা হয়েছে, তাতে প্রতিটি কাহিনির অপরাধ অতি সংক্ষেপে স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মিতিনের সঙ্গে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারি অনিশ্চয় মজুমদারের (কিছু কাহিনিতে অনিশ্চয় তালুকদার) সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার ফলে মিতিন অনেক তদন্তেই খুব সহজে পুলিশি সহায়তা পেতে সক্ষম হয়েছে, ‘পুলিশের ভূমিকা’ অংশে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের কথা

পূর্ববর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এদের ছাড়াও আরও বেশ কিছু গোয়েন্দা চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নির্মিত হয়েছে। তাদের পরিচয় ও তদন্তের ধরণ নিয়ে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের দুই গোয়েন্দা হৈমন্তী ঘোষাল ও বৈশালী ব্যানার্জিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিরুপম ও সুজিত যথাক্রমে এদের সহকারী। আলোচনার জন্য যে দুটি কাহিনি গৃহীত হয়েছে দুটিই হত্যা রহস্য। তবে রহস্য সমাধানকারী দুই গোয়েন্দার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, হৈমন্তী সখের গোয়েন্দা আর বৈশালী পেশাদার গোয়েন্দা।

এরপর ইন্দ্রনীল সান্যালের চারটি উপন্যাসের তিনটি গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও ইন্দ্রনীল সান্যাল আলাদা করে চরিত্রগুলিকে গোয়েন্দা হিসেবে নির্মাণ করতে চাননি, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে তারা গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর রচিত মেডিকেল থ্রিলার বা সাইকোলজিকাল থ্রিলারের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা পেশাগত ভাবে ডাক্তার। ‘স্নেহজাল’ উপন্যাসের মোহর, কিংবা ‘পণ্যভূমি’র দিঠি চ্যাটার্জি তাঁদের পেশাগত জীবন নিয়েই ব্যস্ত, সখের গোয়েন্দাগিরি করার কোনও ইচ্ছে তাদের ছিলনা। কিন্তু ব্যাক্তিগত জীবনের জটিলতার সমাধান করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই তারা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ‘কর্কটক্রান্তি’র দীপশিখা মুখার্জি আবার ‘ময়না তদন্ত’ ফিরে এসেছে। ‘কর্কটক্রান্তি’ উপন্যাসের মতো ‘ময়না তদন্ত’তে তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কটের কাহিনি বর্ণিত হয়নি। পূর্ব পরিচিত পুলিশ ইন্সপেক্টরের অনুরোধে সে গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য হয়েছে।

লেখিকা নন্দিনী নাগ গোয়েন্দা তিস্তা দত্ত চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন। তিস্তা কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সংবাদপত্রের অফিসে সাংবাদিক হিসেবে চাকরি করা তিস্তা আসলে ব্যাক্তিগত পরিচয়ের কারণে 'ভালোবাসার পাসওয়ার্ড'-এ নিহত লেখিকা মালবী বসুর মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে। এরপর থেকে সে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রহস্য সমাধানে নেমে পড়ে। পরবর্তী কাহিনিগুলিতে তার বর অর্ক ও বন্ধু রাজীবকে সহকারীর ভূমিকায় দেখা যায়।

পারমিতা ঘোষ মজুমদার এক পেশাদার গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন। গোয়েন্দা রঞ্জাবতী 'ট্রুথ সিকার্স' নামক ডিটেকটিভ এজেন্সির মালকিন। বন্ধু লাজবন্তী ও তার ছেলে পোগোকে নিয়ে তাদের গোয়েন্দাগিরির দল গড়ে ওঠে। এই দলের গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দেওয়ার জন্য 'রাবংলা সম্ভব' কাহিনিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শাশ্বতী সেনগুপ্তের 'নেপাল রহস্য' উপন্যাসে তার গবেষণার কাজের জন্য অনুসন্ধানে নেমে গোয়েন্দাগিরি করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়ের শেষাংশে অন্যান্য লেখকদের বিছিন্ন গোয়েন্দা গল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, অজিতকৃষ্ণ বসু, নলিনী দাশ, মঞ্জিল সেন, পবিত্র সরকার, নবনীতা দেব সেন, শিবানী চৌধুরী, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, স্বাতী ভট্টাচার্য, রাজেশ বসু, হীমাদ্রীশেখর দাশগুপ্ত ,আশিস কর্মকার প্রমুখের গল্পে মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলি কিভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

প্রশ্ন উঠতে পারে গোয়েন্দাগিরি তো একটি পেশা অথবা সখের কার্যপ্রণালী বিশেষ, সেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন রেখা টানা কতটা যুক্তিযুক্ত। আলাদা করে মেয়ে গোয়েন্দা নিয়ে আলোচনা করার কারণ হল, 'গোয়েন্দা' শব্দটির সঙ্গে একটি পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষের ধারণা সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। সেই কারণে গোয়েন্দাদের নাম মনে করতে গেলে অধিকাংশ পাঠকের মনে শুধুমাত্র পুরুষ গোয়েন্দাদের ছবি ভেসে ওঠে। গোয়েন্দা সাম্রাজ্যে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। পাশাপাশি একথাও সত্যি যে শুধুমাত্র লিঙ্গগত পরিচয় গোয়েন্দার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রা, গোয়েন্দাগিরির ধরণ, কাহিনিতে বর্ণিত সমস্যা সবকিছুর ওপরই প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারনাতে আঘাত করার জন্য লেখকরা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষ নামের বদলে একটি নারীর নাম বসিয়ে দিয়েই তাঁরা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলি নির্মাণ করেননি। তাই মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলি শুধুমাত্র পুরুষ গোয়েন্দার প্রতিস্পর্ধী চরিত্র হিসেবেই নির্মিত হয়নি। তারা সামগ্রিক ভাবে নিজেদের নারীসত্তা সমেত কাহিনিতে হাজির হয়েছে। গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি বরের অগোছালো ঘর গুছিয়ে দেওয়া, রান্না করে সবার মন জয় করা, কাজের ফাঁকে সন্তানের খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো থেকে তারা অব্যহতি পায়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। যেমন, স্বাতী ভট্টাচার্যের মেধাবিনী সেনের মধ্যে আলাদা করে মেয়ে গোয়েন্দার কোনও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়না। মেধাবিনীর বদলে কোনো পুরুষ নাম থাকলেও কাহিনির কোনও বাক্য বদলানোর প্রয়োজন পড়ত না। এই ধরণের কিছু গোয়েন্দা কাহিনি থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে গোয়েন্দারা সামগ্রিক ভাবে নিজেদের নারীসত্ত্বা সমেতই গোয়েন্দা কাহিনিতে হাজির হয়েছে। পুরুষ গোয়েন্দাদের যে কখনোই অপরাধীদের হাতে বন্দী

থাকতে হয়নি এমনটা বলা যায়না। কিন্তু শিখা বা কৃষ্ণা যখন অপরাধীদের হাতে বন্দী হয়, তখন তা দীপকাকুর অপরাধীদের হাতে বন্দী থাকার থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা হয়ে যায়। কৃষ্ণা বা শিখা অপরাধীদের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হয়। আবার অপরাধী দলের পুরুষ চরিত্রদের লালসাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদেরকে মুক্ত করতেও সক্ষম হয়। এক পুরুষ গোয়েন্দার ক্ষেত্রে অপরাধীদের সঙ্গে ছলনা বা প্রেমের অভিনয় করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু মেয়ে গোয়েন্দাদের নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

সবশেষে বলা যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের কাছে মেয়ে গোয়েন্দা বিষয়টি আগের থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার পিছনে সামাজিক পালাবদল অবশ্যই মুখ্য কারণ। যে সময় প্রভাবতী দেবী গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়ে সমাজের অধিকাংশ মেয়েই শিক্ষার আলো পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। সেখানে দাঁড়িয়ে এক মেয়ের গোয়েন্দাগিরি বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় নারী জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের গাড়ি চালিয়ে অপরাধীর পিছু নেওয়া যতটা কাল্পনিক ছবি বলে মনে হত --- বর্তমান সময়ে ক্যারাটের প্যাঁচে একজন অপরাধীকে ঘায়েল করার ছবি ততটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়না। বিগত কয়েক বছর ধরে বর্তমান পাঠকদের জন্য পুরনো গোয়েন্দা কাহিনি নতুন করে প্রকাশিত হওয়ার জোয়ার এসেছে। এরমধ্যে পুরনো মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনিগুলির সংকলন বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। এই কাহিনিগুলি আগে এমন ভাবে সঙ্কলিত হয়নি। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ থেকে গোয়েন্দা কৃষ্ণা ও গোয়েন্দা শিখার গোয়েন্দা কাহিনি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি ‘বুকফার্ম’ থেকে গোয়েন্দা দময়ন্তীর কাহিনি নিয়ে দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের পাঠকদের কাছে এই পুরনো গোয়েন্দাদের কাহিনি নতুন করে ফিরে

আসার পর তা পাঠকদের কাছে আদৃতও হয়েছে। কাহিনিগুলির রচনাকালের পাঠক মেয়ে গোয়েন্দাদের যে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, বর্তমান পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই বিস্ময় নেই। বরং সমালোচনা করে মান যাচাইয়ের প্রবণতা বেড়েছে। বলা বাহুল্য সব মেয়ে গোয়েন্দা কাহিনিই সেই মানদণ্ডে খুব উচ্চপর্যায়ে থাকবে না। কিন্তু একথাও সত্যি যে মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনি বলেই তা নিম্নশ্রেণির গোয়েন্দা কাহিনি ভেবে নেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। আগামী সময়ে মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনিও অন্যান্য গোয়েন্দা কাহিনির সমপর্যায়ে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.)। সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৬।

অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.)। সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ২। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৭।

অরুণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। সেরা গোয়েন্দা রহস্য। কলকাতা। পুনশ্চ। ১৯৯৫।

আগাথা ক্রিস্টি। রচনা সমগ্র ১। নচিকেতা ঘোষ (অনুবাদ)। কামিনী প্রকাশনালয়। কলকাতা। নববর্ষ ১৪০৫।

আগাথা ক্রিস্টি। রচনা সমগ্র ২। পৃথ্বীরাজ সেন (অনুবাদ)। কামিনী প্রকাশনালয়। কলকাতা। ভাদ্র ১৪০৫।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। কর্কটক্রান্তি। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। পণ্যভূমি। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। 'ময়না তদন্ত'। সানন্দা পুজো ১৪২৯।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। স্নেহজাল। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৯।

চিত্রা দেব। শুধু আংটির জন্য। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯১।

চিত্রা দেব। সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৯।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ১। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১১।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ২। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১২।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৩। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৩।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৪। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৪।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৫। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৮।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৬। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০২০।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৭।কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৯।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৭।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৭।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। অঘোরে ঘুমিয়ে শিব। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২১।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। ঈশ্বর যখন বন্দী। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২১।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। গ্লানির্ভবতি ভারত। ৭ম প্রকাশ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২২।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। নরক সংকেত। ৮ম সংস্করণ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২২।

নন্দিনী নাগ। গোপীবল্লভপুরের গুপ্তরহস্য। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০২১।

নন্দিনী নাগ। ডুয়ার্সে ডামাডোল। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০২১।

নন্দিনী নাগ। হত্যার পরিমিতি। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৯।

নলিনী দাশ। গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড। কলকাতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। ২০০৯।

নলিনী দাশ। গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। ২০১২।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.)। মেয়েরা যখন গোয়েন্দা। কলকাতা। নিউস্ক্রিপ্ট। ২০১৬।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। অভিশপ্ত সম্পদ। কলকাতা। শরত সাহিত্য সদন। ১৯৪৫।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। গোয়েন্দা কৃষ্ণা। রণিতা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। ২০২০।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ। রণিতা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। ২০২১।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। চির বঞ্চিতা। কলকাতা। শরত সাহিত্য সদন। ১৯৪৮।

প্রভাবতী দেবী। প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী। কলকাতা। বসু সাহিত্য মন্দির। ১৯৫৭।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। মুক্তির আহ্বান। কলকাতা। ডি এম লাইব্রেরী।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। যুগের হাওয়া। কলকাতা। শরত সাহিত্য সদন। ১৯৪৮।

প্রণব সেন ও তপন কুমার দাস (সম্পা.)। সেরা গোয়েন্দা গল্প। কলকাতা। অশোক পুস্তকালয়য়। ২০০১।

প্রীতি চট্টোপাধ্যায়। রহস্যের দুই দিক। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। মাঘ। ১৪০৫।

বাণী বসু। অপারেশন অরিন্দম। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৯।

মনোজ সেন। দময়ন্তী সমগ্র ১। কলকাতা। বুক ফার্ম। ২০১৯।

মনোজ সেন। দময়ন্তী সমগ্র ২। কলকাতা। বুকফার্ম। ২০২০।

মহম্মদ জাফর ইকবাল। টুনটুনি ও ছোটাচ্চু। ৫ম মুদ্রণ। ঢাকা। পার্ল পাবলিকেশন। ২০১৪।

রাকিব হাসান। গোয়েন্দা কাহিনি মরু অভিযান। ঢাকা। দি রয়েল পাবলিশার্স। ২০১৪।

রাকিব হাসান। তিনকন্যা নীল নোটবুক। ঢাকা। অনন্যা। ২০১৭।

রাকিব হাসান। তিনকন্যা স্টার কুয়েস্ট ২। ঢাকা। অনন্যা। ২০১৭।

লীলা মজুমদার (সম্পা.)। নলিনী দাশ ও সত্যিজিৎ রায়। সরস রহস্য ১ম খণ্ড। কলকাতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। ১৯৯২।

শাশ্বতী সেনগুপ্ত। নেপাল রহস্য। কলকাতা। প্রতিভাস। ২০১৭।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পা)। সেরা ১০১ গোয়েন্দা গল্প। কলকাতা। মাইতি বুক হাউস। ২০১৫।

শ্রী শ্রীরাম শাস্ত্রী (সম্পা.)। রহস্য-লহরী ১ম ভাগ। কলকাতা। বাণী পুস্তকালয়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ।'আরাকিয়েলের হিরে'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৫।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা। পত্রভারতী। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। কেরালায় কিস্তিমাত। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১২।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গুপ্তধনের গুজব। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'ছকটা সুডোকুর'। আনন্দ পাবলিশার্স মেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৪। ২০০৭।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। জোনাথনের বাড়ির ভূত। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১০।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'টিকর পাড়ায় ঘড়িয়াল'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২০।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তিন মিতিন। ১ম প্রকাশ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৮।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। ‘দুঃস্বপ্ন বারবার’। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২১।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। পালাবার পথ নেই। ৭ম মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৪।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। পাঁচ মিতিন। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। ২০১৯।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য । ‘মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ’। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৯।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সর্পরহস্য সুন্দরবনে। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১২।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সারান্ডায় শয়তান। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২২।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। হাতে মাত্র তিনটে দিন। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। গ্রেটডেন রহস্য। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ। ১৪০৫।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.)। রহস্য গল্প। কলকাতা। নারায়ণ পুস্তকালয়য়। ২০০৩।

সুমন্ত আসলম। শত্রুর কবলে পাঁচ গোয়েন্দা। ঢাকা। কাকলী প্রকাশন। ২০১৪।

সুশান্ত পাল (সম্পা.)। সেরা রহস্য। কলকাতা। দক্ষভারতী। ২০০০।

সুষমা সেন। ঈশ্বরের মৃত্যু। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর। অগ্রহায়ণ ১৩৬৭।

সুষমা সেন। এযুগের দুঃশাসন। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর। পৌষ ১৩৬৪।

সৈয়দ শামসুল হক। হাডসনের বন্দুক। ২য় সংস্করণ। ঢাকা। পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড। ২০১৪।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ১ম খণ্ড। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০১৪।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ২য় খণ্ড। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০১৩।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ৪র্থ খণ্ড। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০২০।

সহায়ক গ্রন্থ

প্রলয় বসু। গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে। কলকাতা। খড়ি প্রকাশনী। ২০২০।

প্রসেনজিৎ দাসগুপ্ত। সাহিত্যের গোয়েন্দা। কলকাতা। পরশপাথর প্রকাশন। ২০১৩।

মল্লিকা সেনগুপ্ত। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৪।

সুকুমার সেন। ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৮।

সহায়ক পত্রপত্রিকা

আন্তর্জাতিক পাঠশালা। অমিত রায় (সম্পা.)। গোয়েন্দার গল্প গল্পের গোয়েন্দা। কলকাতা। অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০১৮।

কোরক। তাপস ভৌমিক (সম্পা.)। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা। কলকাতা। প্রাক শারদ সংখ্যা। ২০১৩।

কৃত্তিবাস মাসিক। ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা। ২০১৮।

দেশ। সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা.)। গোয়েন্দা কোথায়। ৮৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা। ২০১৮।

বিভাব। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.)। শার্লক হোমসের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা। কলকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৯৮৭।

সন্দেশ। সন্দীপ রায় (সম্পা.)। বর্ষ ৫৬। মে-জুলাই ২০১৬।